জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ (বুধবার)

[**সময়কালঃ ১৭.০২.২০২১–২১.০২.২০২১**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদ-দেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে, তবে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।
মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বোরো ধান:

- সেচ দিন এবং জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার/নেটিভো/জিল নামক ছত্রাকনাশক বিঘাপ্রতি ১০৭ মিলিলিটার ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন, আলোকফাঁদ ব্যবহার করুন, আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ও জমিতে পার্চিং করুন। ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন। শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেভিন ৮৫ এসপি, ডার্সবান ২০ ইসি অথবা মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি এর যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।
- গমের শীষ ১২-২৪ ঘণ্টা ভেজা ও তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সে. অথবা এর অধিক হলে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ হতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং ১২-১৫ দিন পর আর একবার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি অথবা নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।
- গম ক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব হলে ২% জিঙ্ক সালফাইড বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করুন।

ভুট্টা:

- বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ প্রদান করুন।
- ভুট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাঁধার সময় জমিতে যেন কোনক্রমেই পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- নিম্ন তাপমাত্রা (রাতে ১০-১৬ ডিগ্রী এবং দিনে ১৬-২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস), কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আবহাওয়া ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আলুর লেট ব্লাইট বা মড়ক রোগ বিস্তারে সহায়ক। রোগের অনুকূল আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে ছেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় সরিষায় কান্ড পচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায়, ফুল ও পড গঠন পর্যায়) প্রয়োগ করুন।
- সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- শিমে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা দমন করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- সবজিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে মাকড় আক্রমণ করলে এক কেজি আধা ভাঙা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেকে নেওয়ার পর) পাতার নীচের দিকে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে বা ভার্টিমেক ১.৮ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্ব (এমআইপিসি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়ের পাশাপাশি দানাদার খাদ্য বিশেষ করে খৈল ও ডালের ভূষি দিতে হবে।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি খেতে দিন।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঠান্ডা বাতাস প্রতিরোধে বেড়া আটসাঁট রাখুন।
- রাতে মেঝেতে বিচালি এবং গোয়াল ঘরের চারপাশে কালো কাপড় বা বস্তা ব্যবহার করা যেতে পারে। গবাদি পশুর গায়ে পুরাতন কাপড় জড়িয়ে দিন।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঠান্ডা বাতাস প্রতিরোধে বেড়া আটসাঁট রাখুন।
- রাতে মেঝেতে তুষ বা কাঠের গুড়া এবং খোয়াড়ের চারপাশে কালো কাপড় বা বস্তা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খোয়াড়ে হাই ভোল্টেজ বাল্ব ব্যবহার করুন।

মৎস্য:

- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা গাছ থাকলে গাছের পাতা নিয়মিত পরিষ্কার করে দিন।
- পুকুরের পানিতে পিএইচ ৬-৮ এর মধ্যে থাকলে শীতের শুরুতে ১৫ থেকে ২০ দিন বা একমাস অন্তর অন্তর প্রতি শতাংশে এক কেজি ডলোচুন ও এক কেজি লবন মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। পিএইচ কম থাকলে চুনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
- শীতে পুকুরের পানি কমে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ করুন। মাছের ঘনত্ব স্বাভাবিক বা কম রাখুন।
- পুকুরের পানি দূষিত হলে পানি পরিবর্তন করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলোঃ

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩০.০	১৭.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৯.৬	১৫.৬
	টাঙ্গাইল	০০	২৯.৫	১৫.৩		ঈশ্বরদী	০০	২৯.২	১৪.৮
	ফরিদপুর	০০	৩০.০	১৫.৫		বগুড়া	০০	২৮.৬	১৬.৩
	মাদারীপুর	০০	২৯.৭	১৫.১		বদলগাছী	০০	২৮.০	১৫.৫
	গোপালগঞ্জ	০০	৩০.৩	১৫.৭		তাড়াশ	০০	২৮.০	১৬.২
	নিক্‌লি	০০	২৮.০	১৫.৬					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৭.৭	১৬.৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৮.৫	১৫.৪		দিনাজপুর	০০	২৮.২	১৫.৩
	নেত্রকোনা	০০	২৮.০	১৫.০		সৈয়দপুর	০০	২৮.২	১৫.০
						তেঁতুলিয়া	০০	২৮.২	১১.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৯.২	১৬.০		ডিমলা	০০	২৭.০	১৬.০
	সন্দ্বীপ	০০	৩১.১	১৪.৫		রাজারহাট	০০	২৭.৬	১৪.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩২.৩	১৪.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩০.৫	১৩.৬	খুলনা	খুলনা	০০	৩০.২	১৭.৫
	কুমিল্লা	০০	৩০.৪	১৫.০		মংলা	০০	৩০.২	১৮.২
	চাঁদপুর	০০	৩০.৫	১৬.০		সাতক্ষীরা	০০	২৯.৮	১৮.৫
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৯.৮	১৬.২		যশোর	০০	৩০.৮	১৬.০
	ফেনী	০০	৩০.৫	১৫.০		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৯.৭	১৫.৭
	হাতিয়া	০০	৩০.৪	১৫.৩		কুমারখালী	০০	২৯.৫	১৫.৬
	কক্সবাজার	০০	২৯.৬	১৭.০					
	কুতুবদিয়া	০০	২৬.৫	১৫.২	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.৭	১৪.৯
	টেকনাফ	XX	২৯.৭	XX		পটুয়াখালী	০০	৩০.১	১৬.৫
						খেপুপাড়া	০০	৩১.১	১৬.৬
সিলেট	সিলেট	০০	২৮.৮	১৫.৫		ভোলা	০০	৩০.৩	১৪.৯
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৯.০	১০.৯					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৭.৩৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৭৬ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে, তবে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

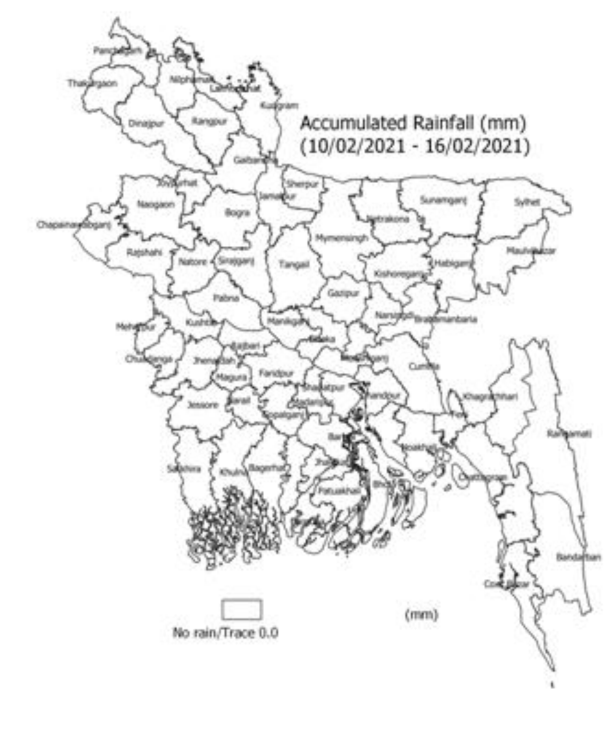
Accumulated Rainfall (mm)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
No rain/Trace 0.0
(mm)

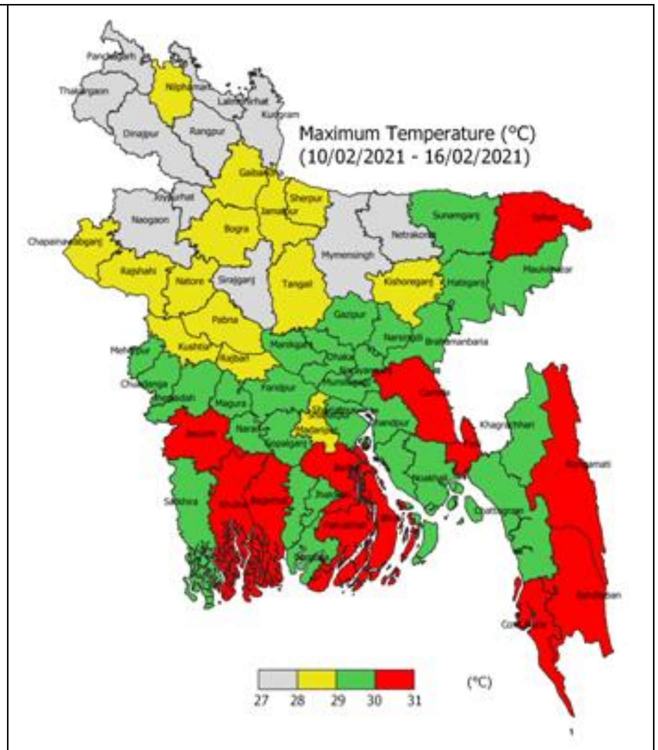
Maximum Temperature (°C)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
27 28 29 30 31
(°C)

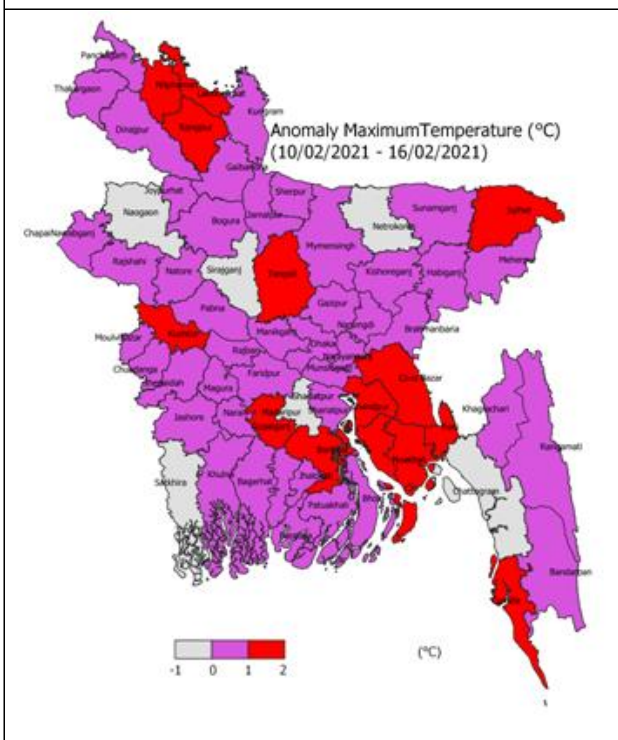
Anomaly MaximumTemperature (°C)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
-1 0 1 2
(°C)

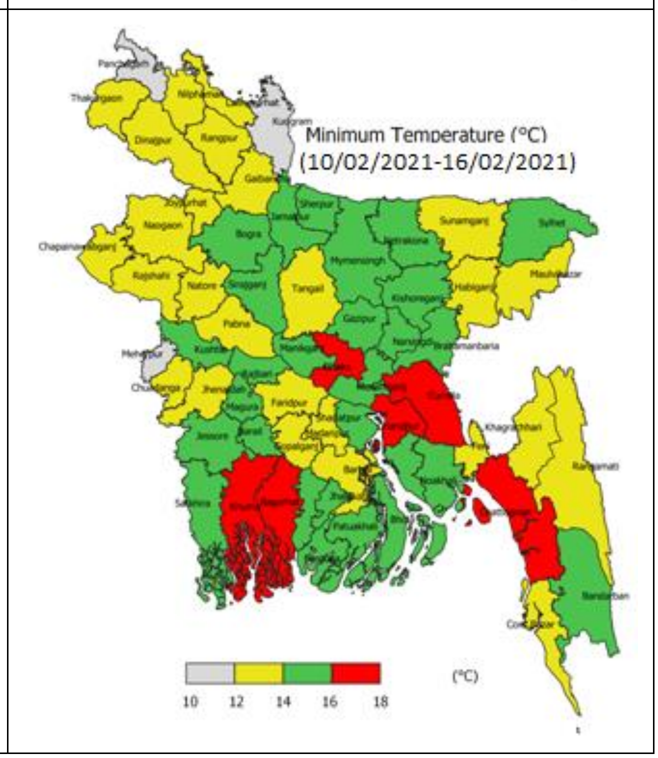
Minimum Temperature (°C)
(10/02/2021-16/02/2021)
10 12 14 16 18
(°C)

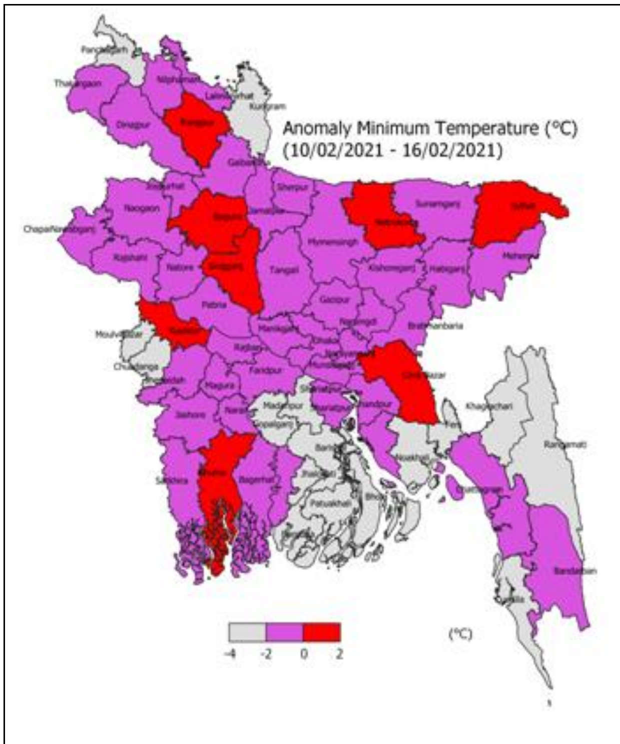
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
-4 -2 0 2
(°C)

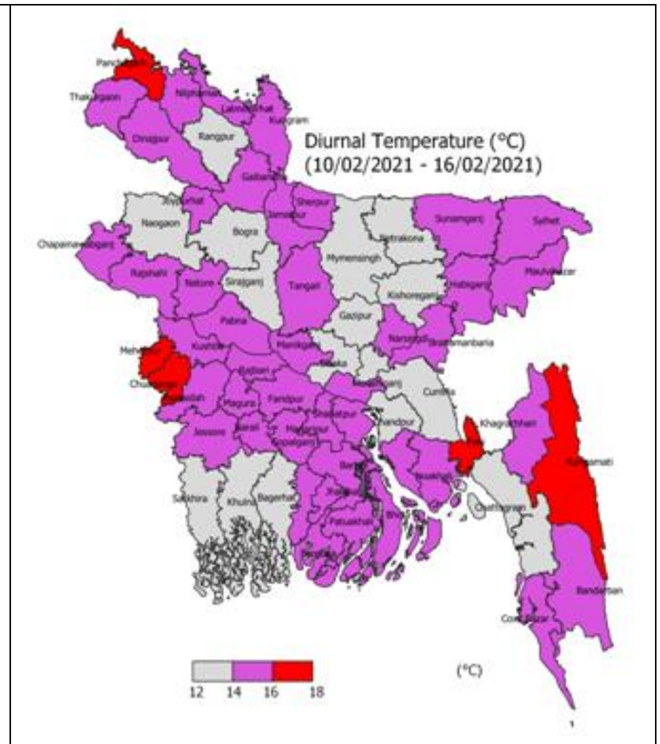
Diurnal Temperature (°C)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
12 14 16 18
(°C)

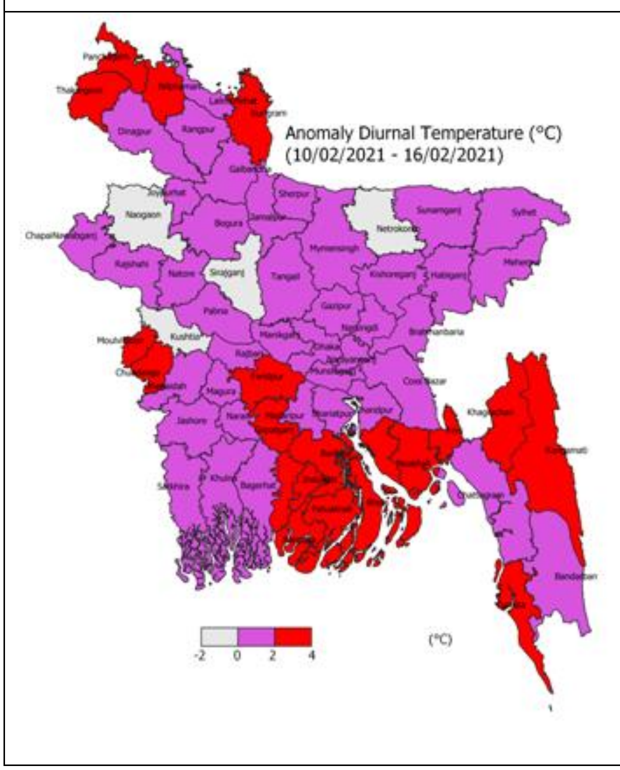
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
-2 0 2 4
(°C)

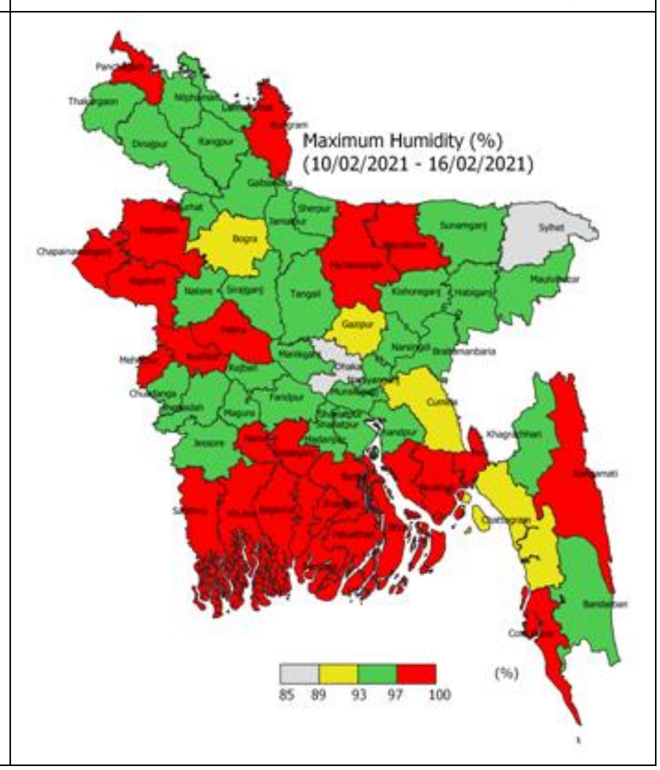
Maximum Humidity (%)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
85 89 93 97 100
(%)

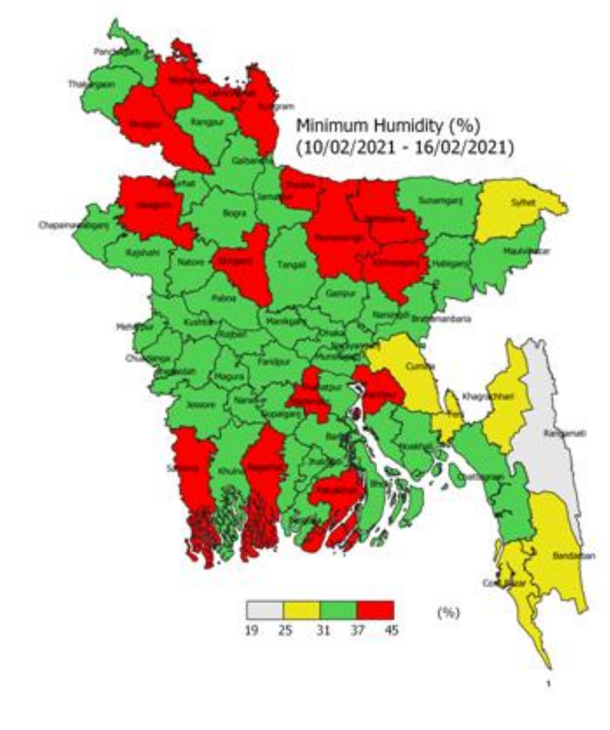
Minimum Humidity (%)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
(%)
19 25 31 37 45

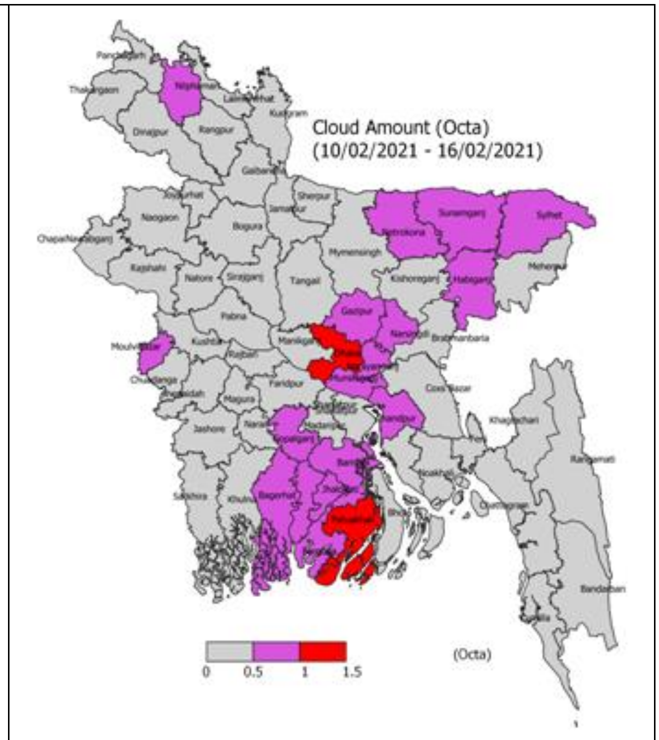
Cloud Amount (Octa)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
(Octa)
0 0.5 1 1.5

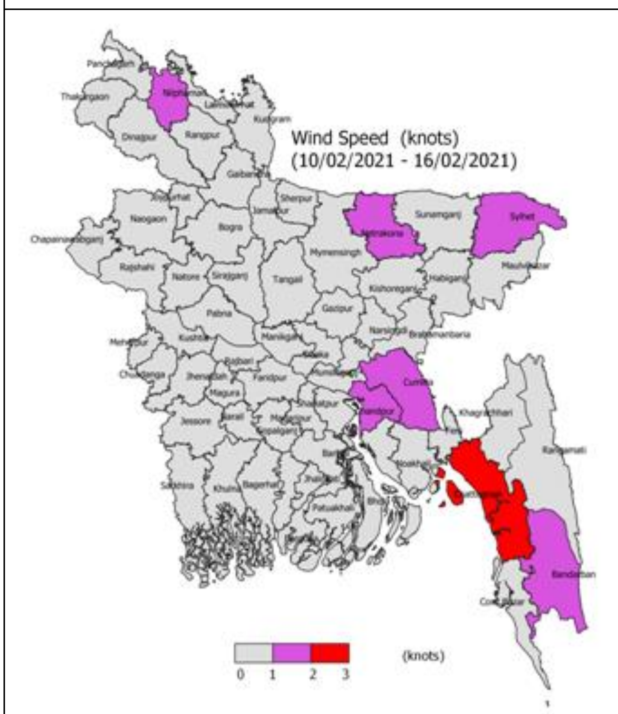
Wind Speed (knots)
(10/02/2021 - 16/02/2021)
(knots)
0 1 2 3

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ১৫/০২/২০২১ হতে ২১/০২/২০২১ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৭.০০ থেকে ৮.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সারাদেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে ।
- এ সময়ে শেষরাত হতে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চল ও নদী অববাহিকায় হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২° সে. বৃদ্ধি পেতে পারে ।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৭ **ফেব্রু:** হতে ২১ **ফেব্রুয়ারী** ২০২১ পর্যন্ত)

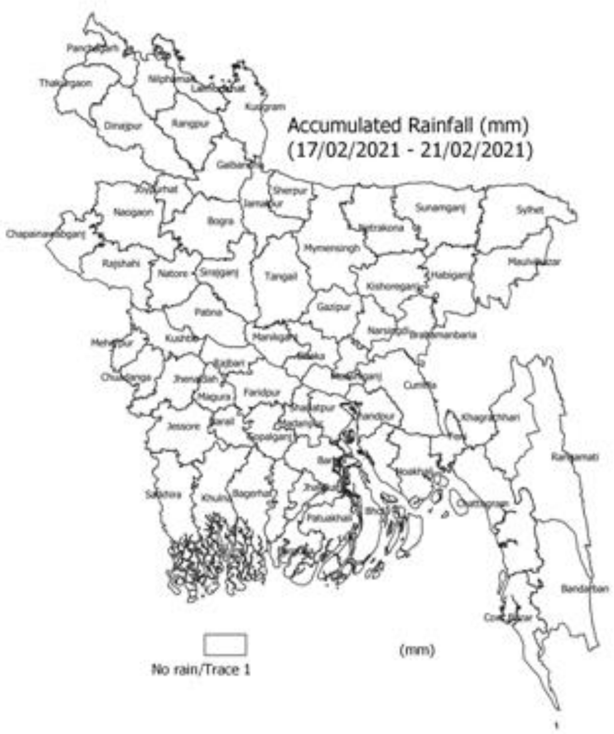

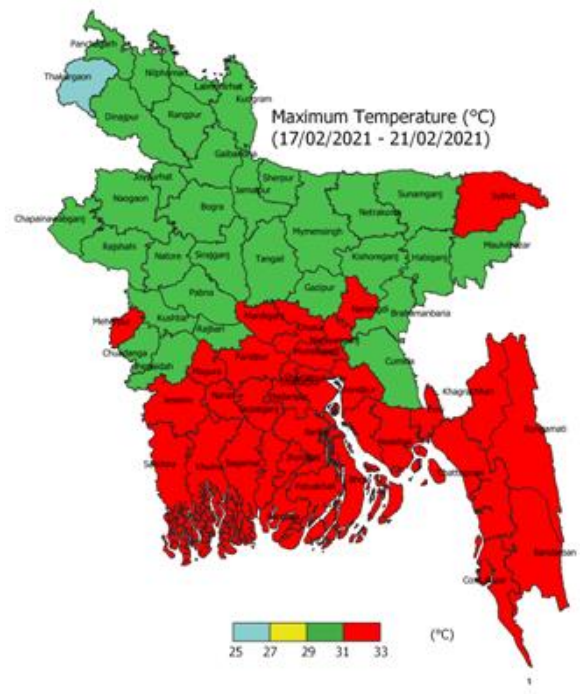

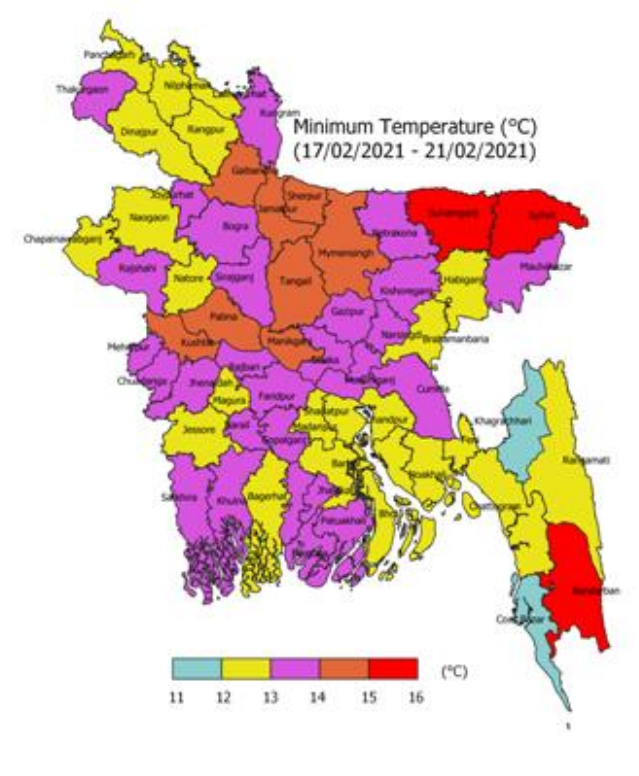
Minimum Temperature (°C)
(17/02/2021 - 21/02/2021)
(°C)
11 12 13 14 15 16

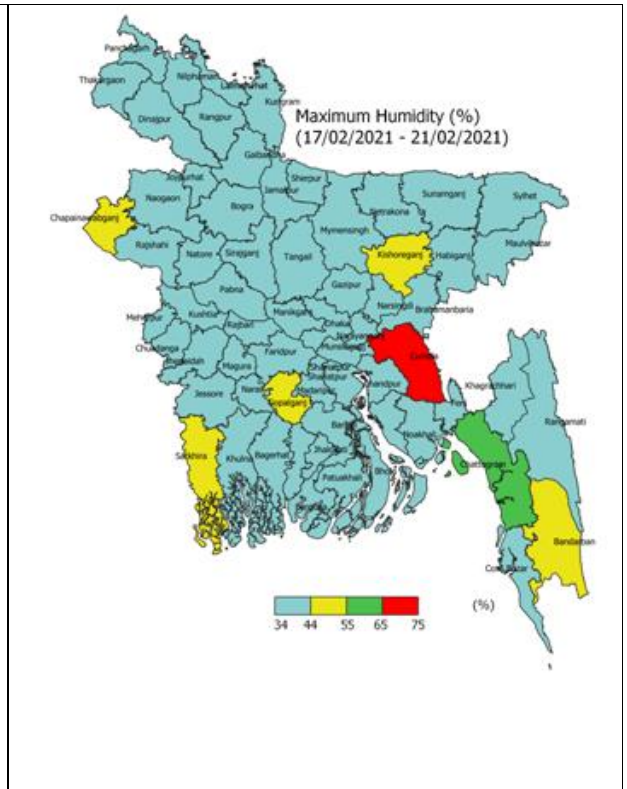
Maximum Humidity (%)
(17/02/2021 - 21/02/2021)
(%)
34 44 55 65 75

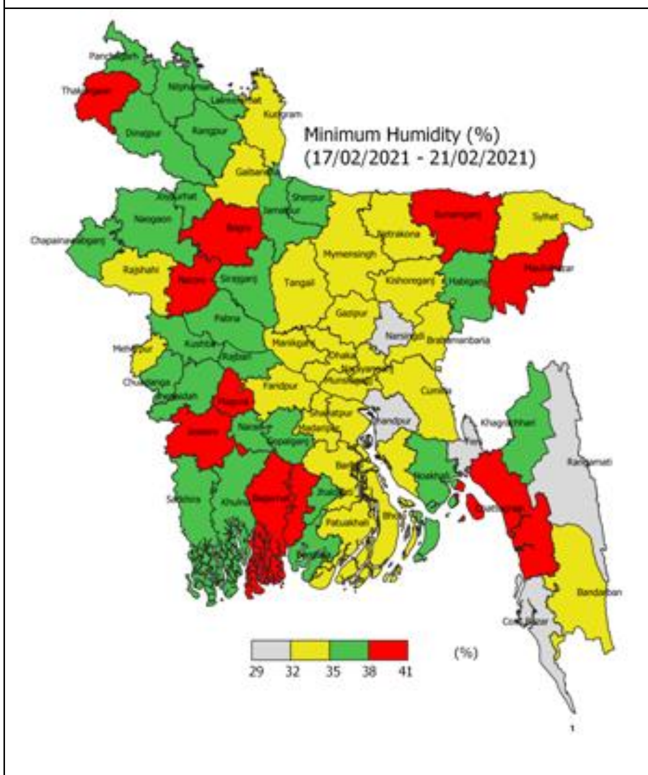
Minimum Humidity (%)
(17/02/2021 - 21/02/2021)
(%)
29 32 35 38 41

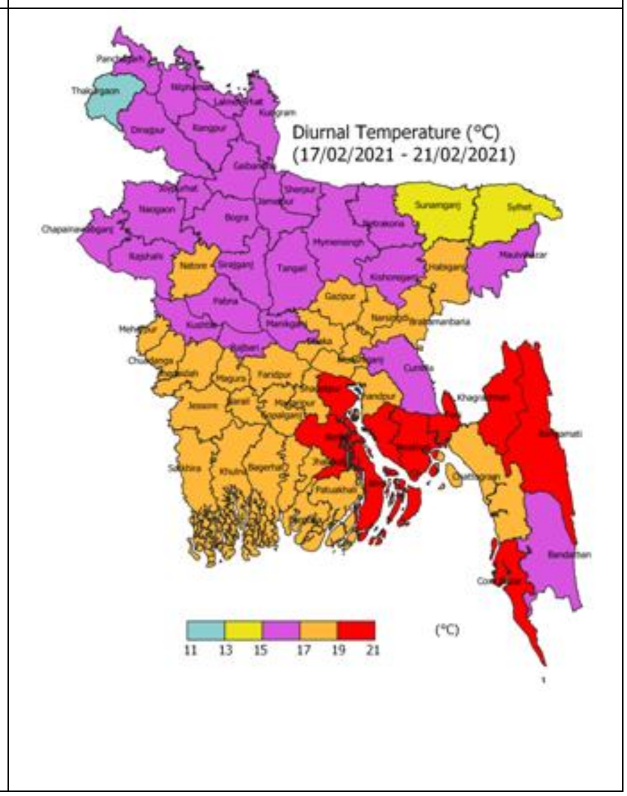
Diurnal Temperature (°C)
(17/02/2021 - 21/02/2021)
(°C)
11 13 15 17 19 21

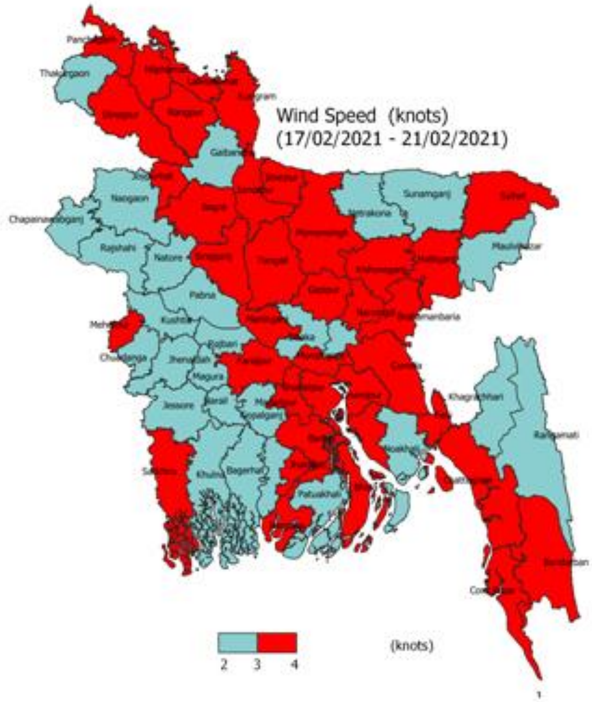
Wind Speed (knots)
(17/02/2021 - 21/02/2021)
2 3 4
(knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 05 (29 January-4 February) over Agricultural regions of Bangladesh

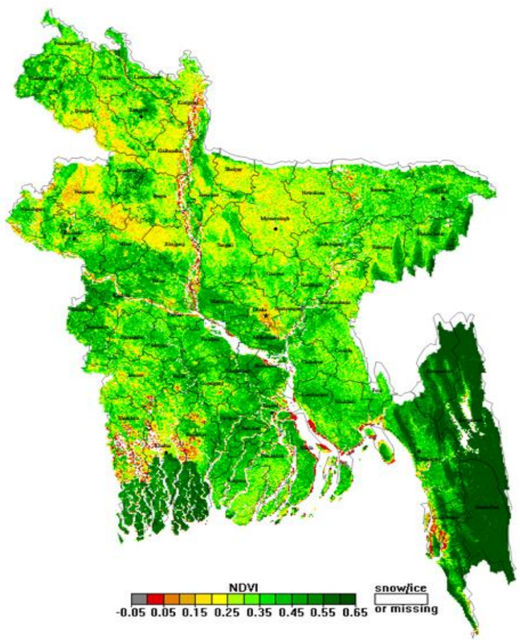

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 05 (29 January-4 February) over Agricultural regions of Bangladesh

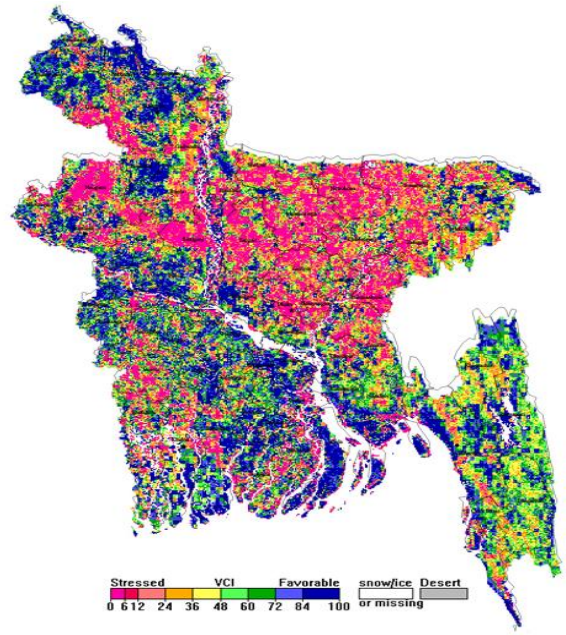

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No 05 (29 January-4 February) over Agricultural regions of Bangladesh

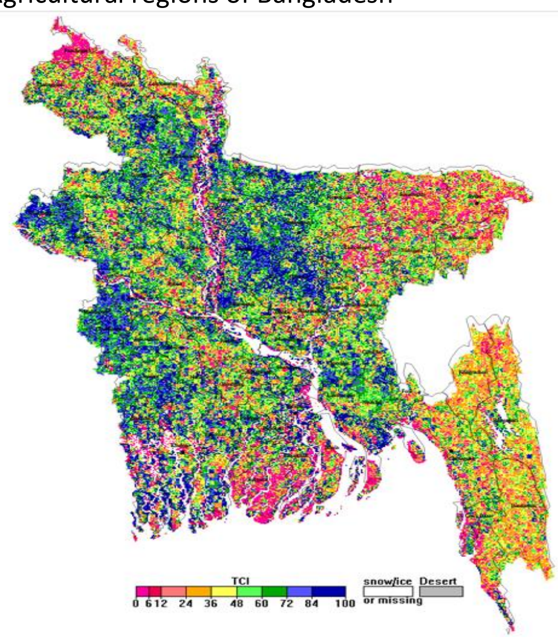

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 05 (29 January-4 February) over Agricultural regions of Bangladesh